

# চর্মরোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক  
পার্থসারথি মল্লিক



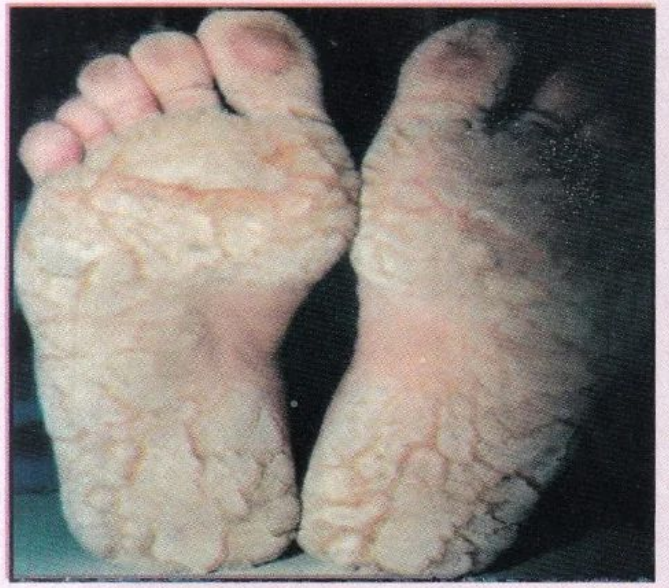
## সূচিপত্র

১।	চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১১
২।	রোগীর কর্তব্য	১২
৩।	মানুষের স্বাস্থ্য	১৩
৪।	সুস্বাস্থ্যের জন্য করণীয়	১৯
৫।	হোমিওপ্যাথি কি?	২৯
৬।	হোমিওপ্যাথি রোগীর চিকিৎসা করে, রোগের নয়	২৯
৭।	হোমিওদর্শন	৩১
৮।	মায়াজম	৩১
৯।	হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কী কী বিষয়ে জ্ঞান থাকা উচিত	৩৩
১০।	হোমিওপ্যাথির খাতুগত চিকিৎসা	৩৫
১১।	রোগ নির্ণয়ে জিভের ভূমিকা	৩৯
১২।	হোমিওপ্যাথিতে জিহ্বালক্ষণ	৪৭
১৩।	চর্ম রোগের মানসিক প্রভাব	৬৫
১৪।	শক্তি ও মাত্রা	৬৮

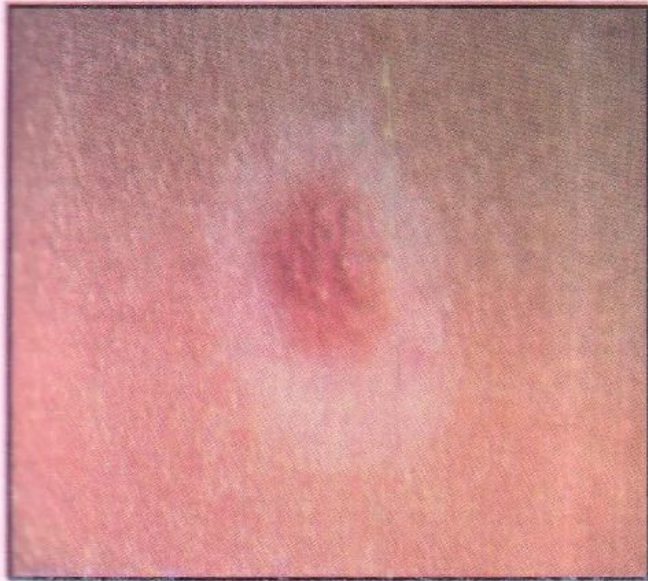
১৫।	বর্তমানে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি (50 Millesimal) -এর ব্যবহার বেড়েছে, পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি কি?	৭৫
১৬।	পথ্যপথ্য ও বিধিনিষেধ (Diet and Restriction)	৮১
১৭।	হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ (Relationship of Homeopathy Remedy)	৯৬
১৮।	Single Medicines useful in Skin Disease	১০৪
১৯।	চর্মরোগে ব্যবহৃত কয়েকটি ঔষধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চর্মরোগ ও তার সম্ভাব্য ঔষধসমূহ	১০৯ ১৫২
২০।	সংক্ষেপে চর্মরোগের কিছু রোগের ঔষধ	১৮৯
২১।	ডা. প্রকাশ মল্লিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২০১
২২।	পার্থসারথি মল্লিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২০৪
২৩।	গ্রন্থপঞ্জি	২০৫
২৪।	চর্মরোগের কিছু ছবি ও ঔষধ	



Structure Of Skin



ক্যারোটোডার্মা



হ্যালো নায়েভাস



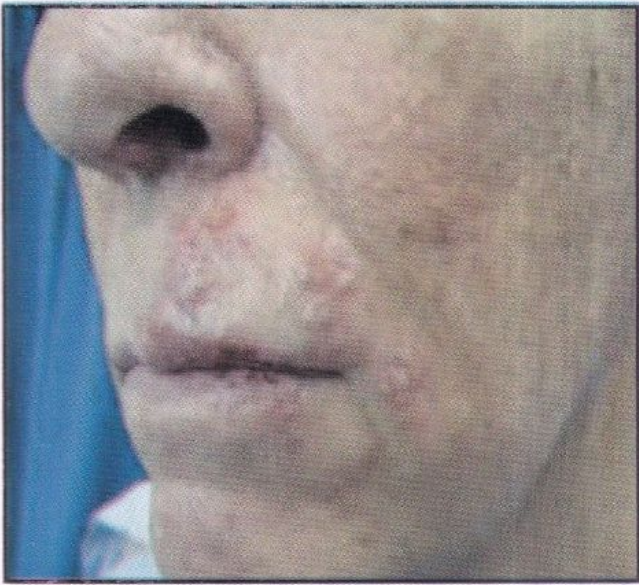
freckles



Naevus Vasculosus



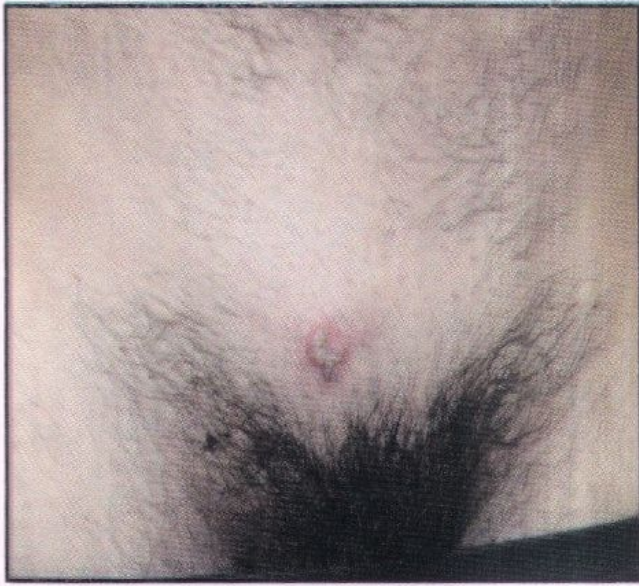
Lymphangioma



Herpes Zooster



Herpes Zooster



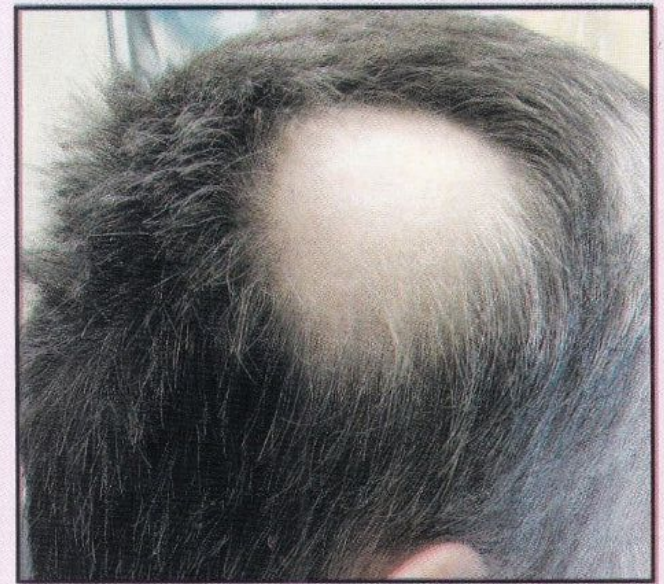
Herpes Genitalis



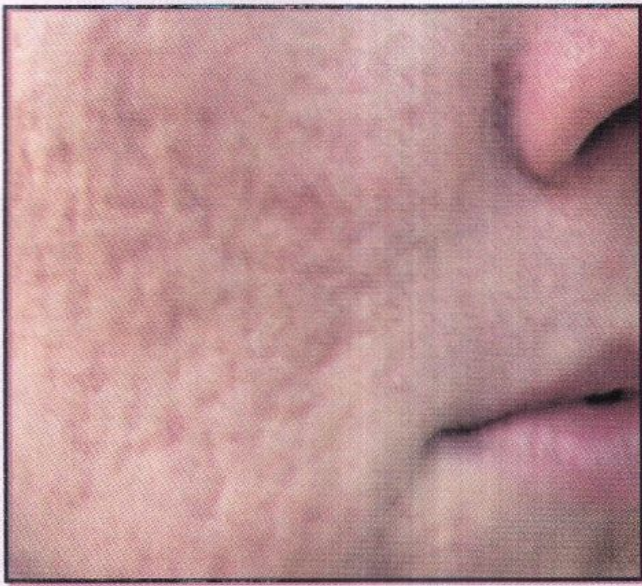
Paederus Dermatitis



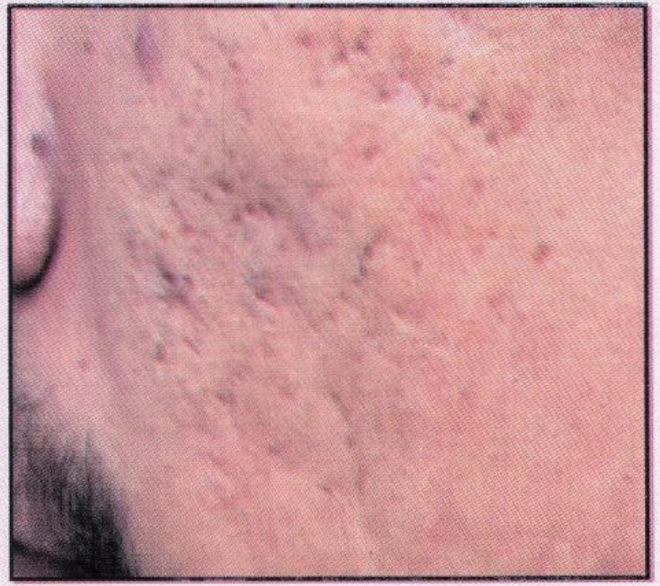
Scabies



Alopecia Areata



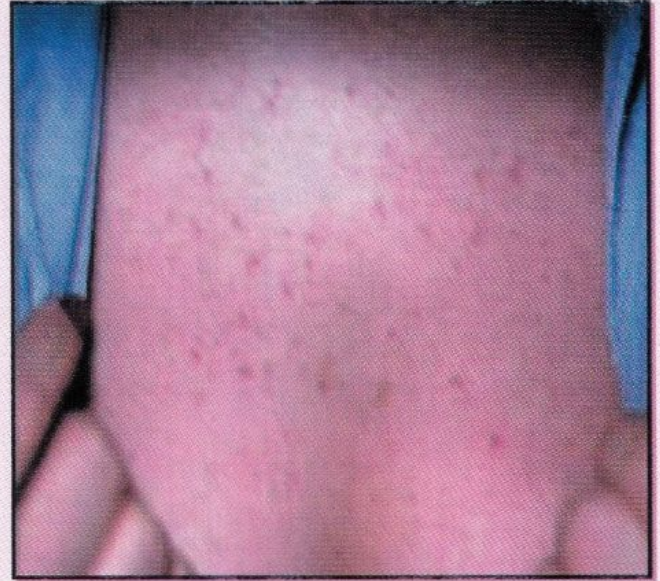
Acne Vulgaris Cystic



Acne Vulgaris Scar



Acneiform Eruptions



Acneiform Eruptions



Acne Neonatorum



Acne Neonatorum

## চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- ১। চিকিৎসককে সমস্ত রকম কুসংস্কার মুক্ত হতে হবে।
- ২। কখনও তিনি রোগীকে এমন কথা বলবেন না যে তিনি তাঁকে সারিয়ে তুলবেনই। এক্ষেত্রে বলা ভাল আমার সাধ্যমত আমি সৎভাবে চেষ্টা করব।
- ৩। যদি কোন রোগী অপর কোন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করার পর ফল না পেয়ে আপনার কাছে আসেন এবং পূর্বের চিকিৎসকের নামে যাতা বলতে থাকেন তখন চিকিৎসকের উচিত তাকে বোঝানো যে সব রোগ একজন চিকিৎসকের দ্বারা সারানো সম্ভব নয়। নচেৎ খুতু উপরের দিকে ছুঁড়লে নিজের গায়েই পড়ে।
- ৪। রোগীর কষ্টের কথা তাঁকে তার নিজের সুবিধা মত বলতে দেওয়া উচিত।
- ৫। রোগী সামান্য কারণে চিকিৎসকের কাছে এলেও পুরোপুরি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- ৬। চিকিৎসককে সর্বদা রোগীর সমব্যথী হতে হবে।
- ৭। চিকিৎসক যদি কোন রোগীর রোগ সারাতে না পারেন তাহলে সিনিয়রের কাছে পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- ৮। মানুষ্য চরিত্র বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন।
- ৯। চিকিৎসককে সর্বদা পড়াশুনা করা উচিত এবং চিকিৎসকদের সাথে আলোচনা করে তাঁদের সাফল্য ও ব্যর্থতা আপনাকে সফল হতে সাহায্য করবে।
- ১০। সদা হাস্যময় ভাল ব্যবহার করা উচিত।
- ১১। রোগীর রোগবিবরণীর গোপনীয়তা রক্ষা করা অবশ্যই চিকিৎসকের কর্তব্য।
- ১২। রোগীদের সাথে অযথা আত্মীয়তা না করাই ভাল।

## রোগীর কর্তব্য

- ১। চিকিৎসকের কাছে রোগী সর্বদা সত্য কথা বলবে না হলে ঔষধ নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়বে।
- ২। চিকিৎসকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে।
- ৩। যে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র (Prescription) দেন না, তাঁর কাছে চিকিৎসা করবেন না।
- ৪। চিকিৎসককে তার পারিশ্রমিক দিয়েই তবে চিকিৎসা করাবেন। কারণ অর্থ জীবন নির্বাহের সহায়ক, সেটা না পেলে চিকিৎসক মনোযোগ দিতে পারবে না।
- ৫। রোগী ডাক্তারবাবুর চেম্বারের সময়ে প্রথমে দিকে যাওয়া উচিত, কারণ ডাক্তারবাবু তখন মানসিকভাবে রোগী দেখার জন্য তৈরী থাকেন।
- ৬। ডাক্তারবাবু পরামর্শমত পথ্য গ্রহণ করবেন।
- ৭। ডাক্তারবাবুদের অতিমাত্রিক বা অমানবিক ভাববেন না। কাজ করতে গেলে ডাক্তারবাবুদেরও ভুল হতে পারে। অতিরিক্ত মানসিক চাপে সব সময় রোগীর আত্মীয় স্বজনের প্রতি ব্যবহার ভালো নাও হতে পারে। দয়া করে তাঁকে ক্ষমা করুন ও যথাসম্ভব সহযোগিতা করুন। ডাক্তারবাবু 'ভগবান' বা শয়তান কোনটাই নন। আপনার মতই একজন মানুষ।

## মানুষের স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যই সম্পদ। অন্যভাবে বলতে গেলে ‘স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল’। মানুষের স্বাস্থ্যকে আমরা ৫টি ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) শারীরিক (২) মানসিক (৩) আধ্যাত্মিক (৪) পরিবেশগত (৫) ইনটেলেকচুয়াল (Intellectual)।

○ **শারীরিক স্বাস্থ্য** : স্বাস্থ্যের শ্রেণিবিভাগের মাঝে শারীরিক স্বাস্থ্য একটি অপরিহার্য এবং অন্যতম স্বাস্থ্য। মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শারীরিক স্বাস্থ্যের অন্তর্গত। শারীরিকভাবে কেউ অসুস্থ হলে অন্যের স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব পড়ে। শারীরিক স্বাস্থ্য হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট জীবন্ত প্রাণীর অবস্থার মতো যা সমস্ত রোগ জীবাণু থেকে নিজের শরীর, সকল অস্বাভাবিকতা থেকে নিজেকে অনুকূল অবস্থায় রক্ষা করতে পারে। মানুষ পরিকল্পিতভাবে চলতে যায় কিন্তু আবহাওয়া বা বিরুদ্ধ পরিবেশ তাকে সংক্রমণ করতে পারে অথবা জেনেটিক malfunction এর শিকার হতে পারে। শারীরিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য বিশেষভাবে জরুরি হলো পুষ্টির খাদ্যগ্রহণ এবং নিয়মিত শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করা। একই সাথে শরীরের জন্য ক্ষতিকর এমন সবকিছু ত্যাগ করা বা সেগুলো থেকে বিরত থাকা অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা।

○ **মানসিক স্বাস্থ্য** : আমাদের শরীর যেমন অসুস্থ হয় মনও তেমন অসুস্থ হতে পারে। এটা অনেকেই বুঝতে চান না। মানসিকভাবে কোনো অসুস্থ হতে দেখলেই এককথায় তারা বলে দেন ‘পাগল’ হয়ে গেছে। অথচ কাউকে পাগল বলা সামাজিক অপরাধ। আমাদের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম, আবেগ, অনুভূতি এবং সামাজিক কার্যক্রম সবকিছু

মানসিক সুস্থানের আওতাভুক্ত। এই মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের চিন্তা, অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের শৈশব কৈশোর থেকে শুরু করে মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (মানসিক সমস্যার সংক্রান্ত হলে অবশ্যই) চিন্তা, মন, মেজাজ, আচার আচরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত হবে। মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেমন— বায়োলজিক্যাল উপাদান, জিন বা মস্তিষ্কের রসায়ন, বাস্তু উপাদান, মানসিক আঘাত অথবা অপব্যবহার। পারিবারিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ইত্যাদি।

### মানসিক অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ :

- ঘুম এবং খাদ্যের পরিমাণ বেশি অথবা খুব অল্প হবে।
- লোকালয় এবং কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা।
- ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়া।
- কোন বিষয়ে অনুভূতি না থাকা।
- অকারণে মাথা ব্যথা।
- নিজেকে অসহায় ভাবা।
- ধূমপান, মদ্যপান অথবা অন্য কোনো মাদক গ্রহণ করা।
- অযথা সন্দেহপ্রবণতা, ভুলে যাওয়া, বিভ্রান্তি বোধ করা, হতাশা, চিন্তিত এবং অযথা ভয় পাওয়া।
- পরিবার বা বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করা।
- অস্বাভাবিক মুডে থাকা এবং সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে।
- গায়েবি আওয়াজ শোনা এবং বিশ্বাস করা যা সত্য নয়।
- অন্যদের সম্পর্কে বিরূপ চিন্তা করা।
- দৈনন্দিন কাজকর্ম, বারবার লালন-পালন এবং কর্মক্ষেত্রে অক্ষমতা।

### মানসিক স্বাস্থ্যের নীতিবাচক দিক :

- কাজকর্ম যথাসময়ে সম্পাদন করতে পারা।
- মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে আরও উৎপাদনশীল কাজকর্ম করতে সক্ষম।
- সমাজে অর্থপূর্ণ ভূমিকা বজায় রাখতে কিভাবে মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখবেন।
- আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে মনোচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করতে

# চর্মরোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক  
পার্থসারথি মল্লিক



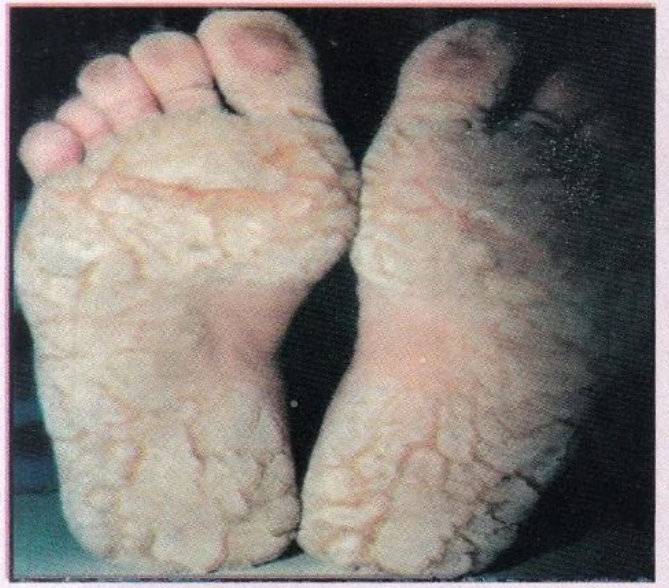
## সূচিপত্র

১।	চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১১
২।	রোগীর কর্তব্য	১২
৩।	মানুষের স্বাস্থ্য	১৩
৪।	সুস্বাস্থ্যের জন্য করণীয়	১৯
৫।	হোমিওপ্যাথি কি?	২৯
৬।	হোমিওপ্যাথি রোগীর চিকিৎসা করে, রোগের নয়	২৯
৭।	হোমিওদর্শন	৩১
৮।	মায়াজম	৩১
৯।	হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কী কী বিষয়ে জ্ঞান থাকা উচিত	৩৩
১০।	হোমিওপ্যাথির খাতুগত চিকিৎসা	৩৫
১১।	রোগ নির্ণয়ে জিভের ভূমিকা	৩৯
১২।	হোমিওপ্যাথিতে জিহ্বালক্ষণ	৪৭
১৩।	চর্ম রোগের মানসিক প্রভাব	৬৫
১৪।	শক্তি ও মাত্রা	৬৮

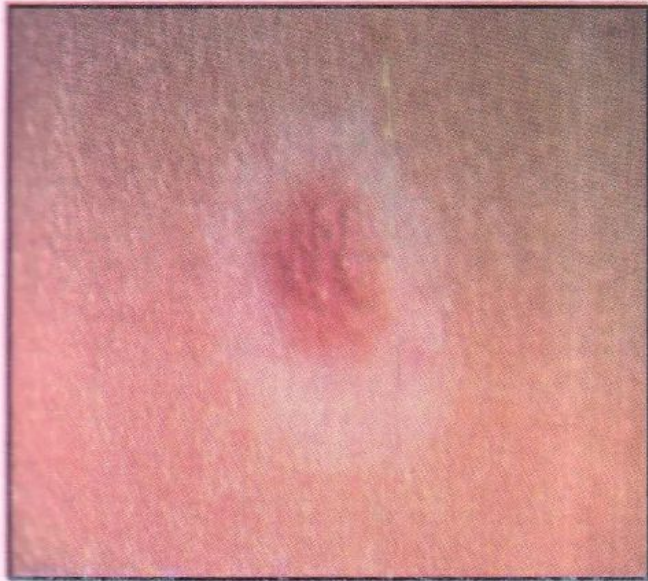
১৫।	বর্তমানে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি (50 Millesimal) -এর ব্যবহার বেড়েছে, পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি কি?	৭৫
১৬।	পথ্যপথ্য ও বিধিনিষেধ (Diet and Restriction)	৮১
১৭।	হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ (Relationship of Homeopathy Remedy)	৯৬
১৮।	Single Medicines useful in Skin Disease	১০৪
১৯।	চর্মরোগে ব্যবহৃত কয়েকটি ঔষধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চর্মরোগ ও তার সম্ভাব্য ঔষধসমূহ	১০৯ ১৫২
২০।	সংক্ষেপে চর্মরোগের কিছু রোগের ঔষধ	১৮৯
২১।	ডা. প্রকাশ মল্লিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২০১
২২।	পার্থসারথি মল্লিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২০৪
২৩।	গ্রন্থপঞ্জি	২০৫
২৪।	চর্মরোগের কিছু ছবি ও ঔষধ	



Structure Of Skin



ক্যারোটোডার্মা



হ্যালো নায়েভাস



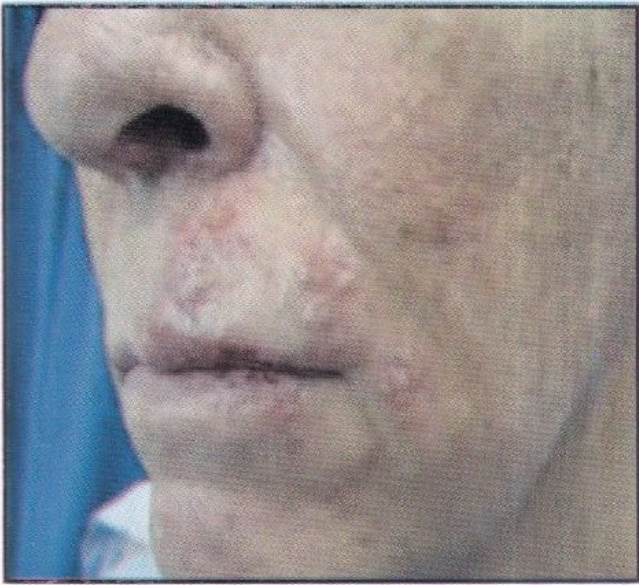
freckles



Naevus Vasculosus



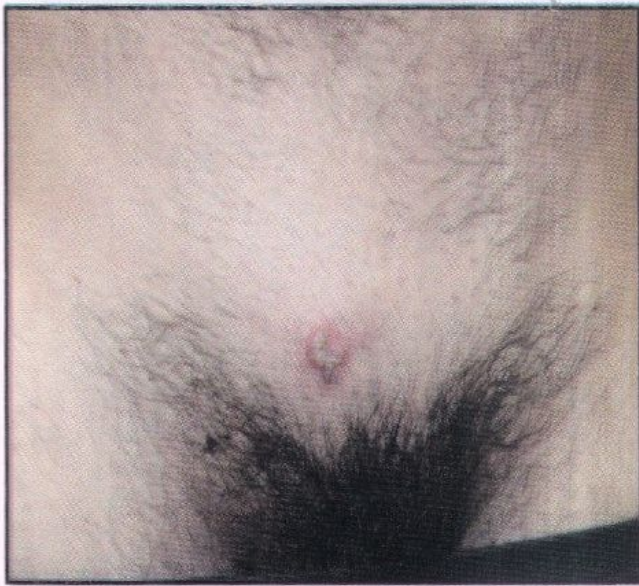
Lymphangioma



Herpes Zooster



Herpes Zooster



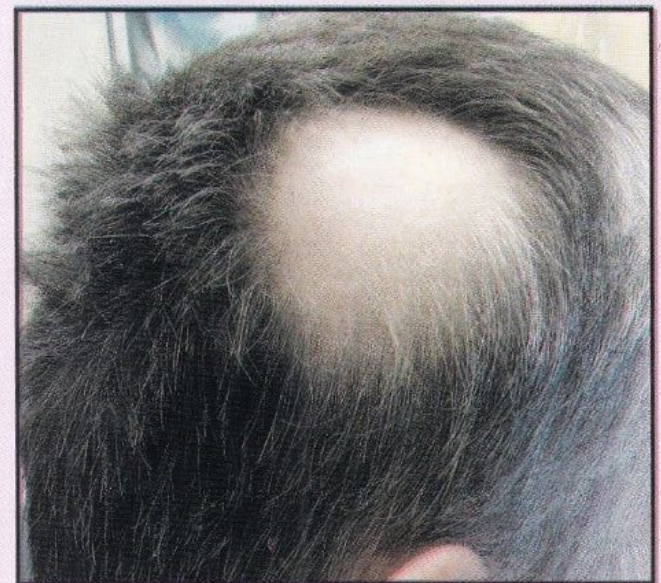
Herpes Genitalis



Paederus Dermatitis



Scabies



Alopecia Areata